**কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশন অব আর্কিটেক্ট এর**

**২০তম জেনারেল এসেম্বলি এবং কনফারেন্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রূপসী বাংলা হোটেল, ঢাকা, শুক্রবার, ১০ ফাল্গুন ১৪১৯, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

বাংলাদেশসহ কমনওয়েলথ দেশসমূহের সম্মানিত স্থপতিবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট আয়োজিত কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশন অব আর্কিটেক্ট এর ২০তম জেনারেল এসেম্বলি এবং কনফারেন্সে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত মাস ফেব্রুয়ারি। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ভাষা শহীদদের। স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরেই জাতির পিতা দেশের প্রতি বর্গইঞ্চি ভূমির সঠিক ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য তিনি পরিকল্পিতভাবে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের নির্দেশ দেন। আর এ দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন আধুনিক বাঙ্গালি স্থাপত্যের জনক স্থপতি মাযহারুল ইসলামকে।

সুধিমন্ডলী,

জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে দ্রুত নগরায়ন ঘটছে। সব সময়ই যে পরিকল্পিত নগরায়ন হচ্ছে তা নয়। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি, সেখানে এক ধরণের শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়। যত্রতত্র বাড়িঘর, স্থাপনা গড়ে উঠে। পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রতি সামান্যই নজর দেওয়া হয়। নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট করে এসব নির্মাণ করতেও অনেক সময় অনেকে দ্বিধাবোধ করেন না।

এসব যাঁরা করেন, তাঁরা মনে করেন, নদী বা খালের মধ্যে বিশাল জায়গা ফেলে রাখা অর্থহীন। গাছ লাগিয়ে বা বাগান তৈরি করা মানে জমি নষ্ট করা।

আমাদের ঢাকা শহরের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, আমাদের খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে। অপরিকল্পিতভাবে দালানকোঠায় ভরে গেছে রাজধানী। অনেক এলাকায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি কিংবা এম্বুলেন্স যাতায়াতের মত প্রশস্ত রাস্তাও নেই।

অপরিকল্পিত নগরায়ন আজ সারাবিশ্বে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে বিনষ্ট হচ্ছে পরিবেশ, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

এই সঙ্কট মোকাবিলায় স্থপতিগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়নের কথা চিন্তা করে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুদিন আগে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম গঠিত হয়েছে। আশা করি এই ফোরাম পরিকল্পিত নগরায়নে ভূমিকা রাখবে।

স্থপতিদের শুধু ভবন ডিজাইন ও নির্মাণ কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। পরিবেশবান্ধব শহর গড়ার কাজে মনোনিবেশ করতে হবে।

প্রতিটি দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রয়েছে। এগুলো একটি জাতির টিকে থাকার অন্যতম উপকরণ। পাশাপাশি ঋতু বৈচিত্র, জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র আমাদের জীবন-জীবিকায় নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

কাজেই যে কোন স্থাপনা গড়ে তোলার আগে আমাদের এসব  বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। স্থাপনা নির্মাণে যেমন কাঠামোগত দিক আছে, তেমনি আছে এর নান্দনিক দিক। স্থপতিগণকে উভয় দিকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে।

ঢাকা শহরে স্থাপনা নির্মাণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে ঢাকাকে একটি পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ‘‘ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান'' বা ড্যাপ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি।

সম্প্রতি আমরা দৃষ্টিনন্দন হাতির ঝিল প্রকল্প উদ্বোধন করেছি। এটি শুধু ঢাকা শহরের পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে না; এলাকাটি ইতোমধ্যেই নগরবাসীর অন্যতম বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।

প্রিয় স্থপতিবৃন্দ,

আমাদের দেশটি ছোট। কিন্তু জনসংখ্যা বিপুল। আমাদের সীমিত জমি থেকে একদিকে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে হবে, আবার আমাদের আবাসনের জন্য ঘরবাড়ি এবং কর্মসংস্থানের জন্য কলকারখানাও গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি রাস্তাঘাট, অফিস আদালত তো রয়েছেই। সবকিছুই করতে হবে পরিকল্পিত উপায়ে। যাতে আমাদের সীমিত কৃষি জমি নষ্ট না হয়।

শহরের পাশাপাশি আমাদের গ্রামগুলোকে পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তুলতে হবে। স্বল্প পরিসরে এবং সীমিত জমির উপর প্রতিটি গ্রাম যাতে গড়ে উঠে সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। প্রতিটি গ্রাম হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র থাকবে প্রতিটি গ্রামে।

বাংলাদেশের প্রচলিত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে বাড়িঘরের ডিজাইন করতে হবে। আমাদের পানি, সূর্যের আলো ও বায়ু প্রবাহের প্রাচুর্যকে ব্যবহার করে তার উপযোগী বাড়িঘর তৈরি করতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের দল। আমাদের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন। এজন্য আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বমন্দা সত্বেও আমরা প্রায় ৬.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ বিশ্বের ৫ম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। কৃষিতে আমরা আশাতীত সাফল্য অর্জন করে খাদ্যে প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে চলেছি। গত চার বছরে প্রায় ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।

রাজধানীর যানজট নিরসনে মিরপুর-বিমানবন্দর, কুড়িল বহুমূখী ফ্লাইওভার, গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বনানী রেল ক্রসিং ওভারপাশ ইতোমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে মাওয়া পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ চলছে। মেট্টোরেল স্থাপনের কাজও এ বছরই শুরু হবে। ইতোমধ্যে জাপানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

যোগাযোগ, বিদ্যুৎ-জ্বালানি, শিল্প উৎপাদন, রপ্তানি সকল ক্ষেত্রেই আমরা অব্যাহত সাফল্য অর্জন করে চলেছি।

সুধিবৃন্দ,

এদেশের মেধাবী স্থপতিরা সৃষ্টি করেছেন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধসমূহ। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধ, সোহরাওয়ার্দী উদ্দ্যানে স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ, বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামসহ অনেক দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা আমাদের স্থপতিগণ ডিজাইন করেছেন।

আমি আশা করি আপনারা সবাই আপনাদের পেশাগত জ্ঞান দ্বারা দেশের ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলোকে সংরক্ষণে এগিয়ে আসবেন। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সকল ধরণের সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

আমাদের দেশের প্রতিভাবান স্থপতি ও স্থাপত্য শিক্ষার্থীরা দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে চলেছেন। আমি নতুন প্রজন্মের স্থপতিদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

আপনাদের এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট স্থপতি এবং স্থাপত্য পন্ডিতগণ তাঁদের উল্লেখযোগ্য কাজ, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণাগুলো প্রকাশ এবং আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করবেন। ভবিষ্যতের জন্য এসব অভিজ্ঞতা একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব স্থাপত্যের দিকনির্দেশনা দিবে।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এই সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।